দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...21 DEC. 1987...
পৃষ্ঠা ... ...4... কলাম ...3...

254

কে, জি স্কুলের সমস্যা

যতই লজ্জাকর হোক না কেন এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সেই সংগে পরিবর্তন হয়েছে ব্যবসা ক্ষেত্রে। আর লোপ পাচ্ছে মানুষের আত্মিক ক্ষমতা।

২। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে কে, জি স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে। জনসংখ্যার চাপ বেড়েছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিমাণ খুব একটা বাড়েনি। শিক্ষার মানও তদ্রূপ। রাজধানী ঢাকা এবং বিভাগীয় শহর, উপশহরগুলোর তথাকথিত কিণ্ডার গার্টেন ব্যবসা এককথায় বেশ জমজমাট। অবশ্য সবক্ষেত্রে এটা যে ব্যবসা তা ঠিক নয়। কিছু কিছু কিণ্ডার গার্টেন তার মধ্যে আলাদা ভূমিকা রাখে। দৈনিক পত্রিকাগুলোতে শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবের কথা লেখা হয়। সেদিকে হয়ত সরকারের ইচ্ছে থাকলেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি নতুবা সক্ষম হয়নি।

৩। আদিযুগে যেমন ছিল গুরু-গৃহ, টোল, আশ্রম, পাঠশালা বর্তমান জগতে তা উন্নতি হয়ে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। প্রাইমারী স্কুল, তাও আবার শিশুদের তুলনায় নগণ্য। ফলে গড়ে উঠেছে কে, জি স্কুল। কে, জি স্কুলের প্রধান সমস্যা হচ্ছে বিরাট অংকের ভর্তি ফি ও বেতন, যা নিম্ন ও মধ্যবিত্ত অভিভাবকের পক্ষে কষ্টকর। যে সব পরিবারে দুই বা ততোধিক শিশু রয়েছে, সেক্ষেত্রে উল্লেখিত অভিভাবকের যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার তা কেবল ঐ অভিভাবকই উপলব্ধি করেন।

৪। দারিদ্রাপীড়িত এদেশে কেবল উচ্চ আয়ের অভিভাবকদের ছেলেমেয়েরাই পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। কে, জি স্কুলের নির্দিষ্ট সিলেবাস নেই। স্ব স্ব 'স্ট্যাণ্ডার্ড' বজায় রাখতে নার্সারী থেকেই ইংরেজী বিদেশী মূল্যবান বই দেয়া হয়। এসব বইয়ের পাঠ রপ্ত করতে তাদের প্রাণ যায় যায় অবস্থা। দেশের কথা জানলেও লণ্ডনের কোথায় কি আছে ভালোভাবে শিক্ষা পাচ্ছে।

৫। কে, জি স্কুলের আর একটি সমস্যা হচ্ছে যে, এগুলোতে আছে নার্সারী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। এর পর ছাত্র-ছাত্রীরা কোথায় যাবে সেটা কে, জি স্কুলের ভাবনা না হলেও অভিভাবকের কাছে বিরাট একটা সমস্যা।

তাই দারিদ্র্যপীড়িত অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যবসাবৃত্তি পরিবর্তন করে সরকারী উদ্যোগে সরকারী প্রচেষ্টায় শিশু-কানন হতে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

শেখ মানজার হোসেন মন্টু
১-সি, ২/১৮, মিরপুর, ঢাকা।